নোবেলজয়ী ওরহান পামুক

গজেন্দ্র কুমার ঘোষ

তাঁর (পামুকের) শহর ইস্তাম্বুলের বিষণ্ণ আত্মকাহিনী খোঁজ করতে গিয়ে পামুক প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সাংস্কৃতিক সংঘাত এবং সংহতির নতুন প্রতীক আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন। (পুরস্কারের স্বপক্ষে নোবেল কমিটির মন্তব্য। হোরাস এংদল, একাডেমির স্থায়ী সম্পাদক। ১২/১০/০৬, স্টকহলম, সুইজেন।)

২০০৬ সালের নোবেল সাহিত্য পুরস্কারটি ঘোষিত হয়েছে ১২ অক্টোবরের এক বৃহস্পতিবার যথারীতি ঠিক বেলা ১টায়। সুইডিস সাহিত্য একাডেমির স্থায়ী সম্পাদক হোরাস এংদল ঘোষণা করেন তুর্কী ভাষার লেখক ওরহান পামুকের নামটি। সঙ্গে সঙ্গে প্রতীক্ষিত সাংবাদিক সমাবেশে এক সানন্দ সমর্থনের গুঞ্জরণ ওঠে।। সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধ, ''আপনারা পুরস্কারের সপক্ষে মন্তব্যটি শুনুন।'' গুঞ্জরণ থামে—তিনি পরপর চারটি ভাষায় মন্তব্যটি পড়েন। যার আক্ষরিক বাংলা অনুবাদ এইরকম শোনায়— ''তাঁর (পামুকের) সহর ইস্তাম্বুলের বিষণ্ণ আত্মকাহিনী খোঁজ করতে গিয়ে তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সাংস্কৃতিক সংঘাত এবং সংহতির নতুন প্রতীক আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন।''

সেদিন তুরস্কের রক্ষণশীল সরকার এবং ধর্মান্ধ সংস্কারপন্থী একদল মানুষের কাছে পামুকের নোবেল পুরস্কারের সংবাদটি তেমন সুখপ্রদ ছিল না। নোবেল পুরস্কারের সংবাদটি প্রকাশিত হওয়ার কয়েক ঘন্টা আগেই আরো একটি কাকতালীয় সংবাদ তুরস্কের সরকারকে ভীষণ ভাবে প্রত্যাহত করে। ফরাসী সরকারের গণপরিষদ একটি আইনের সপক্ষে বিপুল ভোটাধিক্যে সমর্থন জানিয়েছেন, তা হল প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তুরস্কের অটোম্যান সরকার পনেরো লক্ষ আর্মেনিয়ানকে গণনিধন করেছিল, এই ঐতিহাসিক সত্যকে অস্বীকার করা আইনতঃ অপরাধ। বছরখানেক আগে ওরহান পামুক অটোমান সরকারের এই গণনিধন এবং বর্তমান কালে ৩০ হাজার কুর্দ নিধনের কথা সুইজারল্যান্ডের এক সংবাদপত্রের সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করার জন্য এবং তুর্কী বিরোধী প্রচারের জন্য পামুকের বিরুদ্ধে তুরস্কের সরকার এক বিশেষ আইনের আওতায় মামলা আনেন। এই কালা আইনের কবলে তুরস্কের বহু প্রতিবাদী বুদ্ধিজীবী কারাগারের অন্ধকারে জীবন কাটাচ্ছেন। পামুকের মতো বিশ্বপরিচিত লেখকের বিরুদ্ধে এই মামলায় সারা বিশ্বে প্রতিবাদের সম্মুখীন হতে হয় তুরস্ক সরকারকে। বিশেষ করে European Union -এর সভ্যপদ লাভের অন্তরায় বিবেচনা করে, শেষ পর্যন্ত তুরস্ক সরকার পামুকের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করে নেন। সত্যকে সত্য বলে ঘোষণা করার সাহস পামুক ইতিপূর্বে বহুবার নির্ভীকভাবে প্রকাশ করেছেন। 'স্যাটানিক ভার্সেস' নিয়ে সলমন রুশদি বিশ্বের মুসলিম সমাজে নিন্দার্হ হন এবং ইরানের ধর্মগুরু খোমেইনি তাঁর বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেন। ওরহান পামুকই বিশ্বের একমাত্র মুসলিম বুদ্ধিজীবী, যিনি প্রকাশ্যে খোমেইনির এই ফতোয়ার প্রতিবাদ করেন এবং তুরস্কের রক্ষণশীল মুসলমানদের রোষানলের শিকার হন।

নোবেল সাহিত্য পুরস্কার অবশ্যই সৃজনী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব পরিমাপে গণ্য হয়ে থাকে। কিন্তু বিগত কয়েক বছর যাবদ দেখছি সাহিত্যগুণের সাথে লেখকের প্রতিবাদী চরিত্রটিকেও নোবেল কমিটি স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন। এ বছরের নোবেল সাহিত্য পুরস্কারটি পুনরায় এই সত্যের প্রতি ইঙ্গিত জ্ঞাপন করে।

পামুখ অটোমানদের সাম্রাজ্যবাদী ঘৃণ্য, নির্লজ্জ দিকটি তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে দোষ স্বীকার করার সৎসাহস রাখতে হয়। তুরস্কের রাজনীতিবিদরা তা না করতে পারলেও তুর্কি হিসাবে তিনি তা করার সৎসাহস রাখেন। তাতে তাঁর দেশাত্মবোধ খাটো হবার কথা নয়।

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারটি ঘোষণার পরেই নোবেল ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী পামুকের একটি তাৎক্ষণিক সাক্ষাৎকার (দূরভাষে) নিয়েছিলেন আদম স্মিথ। সাক্ষাৎকারে পামুখ যা বলেছেন, সেখান থেকে তুরস্কের ভৌগোলিক ও সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারি। জানতে পারি পামুকের সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা এবং সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে সাংস্কৃতিক পরম্পরা।

একটি নিবন্ধে ইস্তাম্বুলের বিষণ্ণ আত্মার কথা পামুক তুলে ধরেছেন। ''...কনরাড, নভোকভ, নইপল; এরা সবাই বিভিন্ন ভাষা, দেশ সংস্কৃতি, এমনকি সভ্যতায় ভ্রমণ করার জন্য বিখ্যাত। নির্বাসনের মাধ্যমেই তাঁদের কল্পনার পরিপূর্ণতা এসেছে। কল্পনার প্রাণশক্তি পেয়েছেন শিকড়হীনতা থেকে। আমার ক্ষেত্রে এই সত্যটা ঠিক তার উল্টোপথে চলেছে; একই বাড়ি, একই রাস্তাঘাট, একই শহর, চোখের সামনে একই দৃশ্য—এই ছিল আমার কল্পনাকে শক্তিশালী করার উপাদান। কেন না ইস্তাম্বুলের ভাগ্যই আমার ভাগ্য। আমাকে আমার মতো গড়ে তোলার জন্য এই নগরীর প্রভাব অনস্বীকার্য। আমার জন্মের দু'শত বছর আগে গুস্তাভ ফ্লবার্ট এখানে বেড়াতে এসে এই নগরীর প্রাণপ্রাচুর্য দেখে বিমোহিত হয়েছিলেন। পরে তাঁর একটি চিঠিতে বলেছিলেন, শতাব্দীকালের মধ্যে এই নগরী গোটা পৃথিবীর রাজধানীতে পরিণত হবে। বাস্তবে তাঁর কথা ঠিক উল্টোটাই ঘটেছে। অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর পৃথিবীর লোকেরা ভুলেই গিয়েছে ইস্তাম্বুলের নাম। আমার জন্মের সময় এই নগরীর অবস্থা একেবারেই বেহাল। দু'হাজার বছরের ইতিহাসে এর অবস্থা এতটা হতদরিদ্র, জীর্ণ আর বিচ্ছিন্ন কখনও হয়নি। আমি পেয়েছি এই নগরীর ধ্বংসাবশেষ। পতিত সাম্রাজ্যের বিষণ্ণতা গোটা নগর জুড়ে। সারা জীবন আমি এই বিষণ্ণতার বিরুদ্ধে লড়েছি। নয়তো একে আমি আমার নিজের মতো করে নেওয়ার চেষ্টা করেছি।...'' (আমার স্মৃতি আমার শহর। ভাষান্তর : দুলাল আল কাসুর)

তুরস্কের ইস্তাম্বুল শহরেই অটোম্যান বংশের অভিজাত, ধনী এবং পাশ্চাত্য পরিবেশে ১৯৫২ সালের ৭ জুন ওরহান পামুক জন্মেছেন। বাপ - ঠাকুরদা ইঞ্জিনিয়র, এই পেশাই তাঁদের পরিবারের সৌভাগ্য সূচনার ভিত্তি। ওরহানের প্রথম স্বপ্ন ছিল— শিল্পী হওয়ার। কিন্তু হননি। পড়লেন স্থাপত্যবিদ্যা। পৈতৃক পেশায় শামিল হতে পারেননি। পড়লেন সাংবাদিকতা। কিন্তু জীবনে একদিনও সাংবাদিকের কাজ করেননি। এই ভাবেই লিখেছেন সংবাদমাধ্যম নোবেল পুরস্কার ঘোষণা হওয়ার পর। কিন্তু আমার নিজের অভিজ্ঞতা হলো, ২০০৫ সালে, গোথেনবার্গ বইমেলায় তিনি অতিথি হয়ে এসেছিলেন। তখন তিনি একটি টিভি টিমকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। পামুককে দেখেছি কাই ফাল্কমানকে এক টিভি সাক্ষাৎকার নিতে। ফাল্কমান ১২ বছর তুরস্কের সুইডিশ রাষ্ট্রদূত ছিলেন। এখন অবসর প্রাপ্ত এবং সুইডিশ হাইকু - কবিতা সমিতির সভাপতি। সেই সূত্রে

আমার সঙ্গে পরিচিত। পামুক যখন ফাল্কমানের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন তখন আমি পাশেই ছিলাম। হয়তো পামুক সেদিনের সাক্ষাৎকারটি পেশাদার সাংবাদিক হিসেবে গ্রহণ করেননি।

সেপ্টেম্বর ২০০৬ সালের গোথেনবার্গ বইমেলাতেও পামুক এসেছিলেন এবং একটি সেমিনারে প্রধান বক্তা ছিলেন। প্রসঙ্গ ছিল নির্বাসিত সাহিত্যিক। তিনি বলেছিলেন দেশত্যাগী নির্বাসিত লেখক - লেখিকার সৃজনী শক্র কোনও ক্রমেই ব্যহত হয় না। তিনি নিজেও অনেকবার স্বদেশে মৌলবাদীদের হুমকিতে স্বেচ্ছানির্বাসন নিয়েছেন বিদেশে। তখনও তাঁর সৃজনী শক্তি অব্যাহত ছিল।

একাধিক বৃত্তিমূলক শিক্ষা সমাপ্ত করেও লেখালেখিকেই পামুক পেশা হিসেবে গ্রহণ করে নিলেন। প্রতিবাদী এই লেখকের লেখালেখির শুরু হয় ২৩ বয়র বয়স থেকেই। ১৯৮২ সালেই প্রথম উপন্যাসটির নাম, 'সেভদেত বে অ্যান্ড হিস সন্স'। সাধারণতঃ বিখ্যাত লেখকদের খ্যাতির বিস্ফোরণ ঘটে তাঁর প্রথম প্রকাশেই। কিন্তু পামুকের বেলায় তা ঘটেনি। বইটি পামুকের প্রতিভার তেমন কোনও প্রতিভূ হয়ে ওঠেনি। মাত্র হাজার ছয়েক কপি বিক্রি হয়েছিল। বইটিতে ইতিহাসের চেয়ে বেশি স্থান পেয়েছে ইস্তানবুলের একটি অভিজাত পরিবারের তিনপুরুষের ইতিবৃত্ত। খানিকটা স্মৃতিকথার মতো। নিজের পরিবারের ছায়াও ধরা পড়ে। প্রথম বইটি তাঁর প্রতিভার পরিপূরক না হলেও বহন করেছে সম্ভাবনাময় প্রতিভার আগমনবার্তা। তারপর ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত বইগুলো যথাক্রমে— দ্য সাইলেন্ট হাউজ)১৯৮৩), দ্য হোয়াইট ক্যাসল (১৯৮৫), দ্য ব্ল্যাক বুক (১৯৯০), দ্য নিউ লাইফ (১৯৯৫), মাই নেইম ইজ রেড (১৯৯৮), ইস্তানবুল : মেমরিজ অ্যান্ড দ্য সিটি (২০০৩) স্নো (২০০২)।

নোবেল সাহিত্য পুরস্কারের বিচারে পামুক খুব বেশি উপন্যাস রচনা করেননি, তাছাড়া, বয়সেও তিনি নবীন। তবে কেন এতো তাড়াতাড়ি তিনি এই পুরস্কারে অভিনন্দিত এবং স্বীকৃতি লাভ করলেন? প্রথমত মুসলিম বিশ্বের তিনি একজন সেকুলার ও বিতর্কিত বুদ্ধিজীবী যিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবনার একটা সাযুয্যের সন্ধানী। তিনি ইতিহাস ও সমকালের সমান্তরাল বীক্ষণের সূক্ষ্ম কারিগর। অতীতের সঙ্গে সমকালকে এনেছেন একই সমান্তরালে। সমকালীন সাহিত্যে তিনি সূচনা করেছেন এমন এক সাহিত্যরীতি যা একই সঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মানুষের কাছে সমাদৃত। নির্ভীক ও প্রগতিশীল এই লেখক একদিকে যেমন মানবতাবাদী অন্যদিকে ধর্মনিরপেক্ষ একজন সেকুলার মানুষ।

আতাতুর্ক স্বপ্ন দেখেছিলেন তুরস্ক একদিন ইউরোপ হবে। এখন সেই স্বপ্ন সার্থক হতে চলেছে। তুরস্ক ইউরোপীয় ইউনিয়নের সভ্য হবার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে। ওরহান পামুকের ওপর থেকে তুরস্ক সরকার তুর্কি ঐতিহ্যের অবমাননার জন্য, সংবিধানের ৩০১ ধারার মামলাটি প্রত্যাহার করে নেন। আর তা ইউরোপীয় ইউনিয়নের সভ্য হবার পথ পরিষ্কার রাখার জন্যই। হয়তো অনতিবিলম্বেই তুরস্ক ই-ইউর সভ্য হয়ে যাবে। সেদিন তুর্কি ভাষা হবে পূর্ব ইউরোপীয় একটি ভাষা। কিন্তু এখনো তুর্কিভাষা একটি প্রাচ্য ভাষা। আর পামুক লিখে থাকেন তুর্কি ভাষায়। তাঁর বই অনূদিত হয়েছে পৃথিবীর চল্লিশটি ভাষায়। মূলত ইংরেজি, জার্মান, ফরাসী ভাষার অনুবাদ সরাসরি তুর্কী ভাষা থেকেই হয়েছে। এমনকি সুইডিশ ভাষায়ও কিছু বই সরাসরি তুর্কি থেকে অনূদিত হয়েছে। অনুবাদ কখনো মূলভাষায় লিখিত বই - এর স্বাদ পাঠকের কাছে তুলে ধরতে পারে বলে মনে হয় না। তবু অনুবাদের মাধ্যমেই নোবেল পুরস্কার পাবার আগেই বিশ্বপরিচিত লেখক হয়ে উঠেছিলেন পামুক। কারণ অবশ্যই তাঁর লেখার মধ্যে পাঠক খোঁজ পেয়েছেন পূর্ব- পশ্চিমের দ্বন্দ্ব ও সমাধান সম্ভাবনার ইঙ্গিত। এই দ্বন্দ্বের সম্ভাব্য অবসানের উপায় হিসাবে পামুক তুলে ধরেছেন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধকে। এই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধই পামুককে পাঠক ও সমালোচকের কাছে তুলে ধরেছে তাঁর স্পষ্টবাদিতা, সততা, ও বক্তব্যের সাবলীলতায়। তিনি ব্যক্তি স্বাধীনতা, চিন্তা ও মতপ্রকাশের একক আন্দোলনের এক অগ্রগণ্য শিল্পী।

বিগত দুই শত বৎসর তুরস্কে রাজনৈতিক, সামাজিক জীবনের বিবর্তন তাঁর সৃজনী সাহিত্যের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। অস্থির এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল একটি সমাজে জটিল আবহের অস্থিরতাকে পিছনে ফেলে পামুক জীবনবোধে আশান্বিত করেন তাঁর পাঠক - পাঠিকাকে। হাসি কান্নার ভেতর দিয়ে চলমান জীবনের নতুন তাৎপর্য খুঁজে পেতে তিনি আগ্রহী। অবশ্যই সনাতন তুর্কি ঐতিহ্য এবং প্রচলিত ইসলামি রীতিনীতির তিনি সমালোচনা করেছেন তাঁর উপন্যাসে। এজন্য অনেক বারই তিনি রক্ষণশীল এবং ইসলামিস্টদের পক্ষ থেকে জীবনের হুমকি পেয়েছেন। তাঁর বই প্রকাশ্যে অগ্নি - ভস্ম হয়েছে তুরস্কে। তুরস্কের এই বিতর্কিত লেখক পামুকের নোবেল পুরস্কার তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের ফেলেছেন নতুন চ্যালেঞ্জের সামনে। আর পামুক পেয়েছেন বিশ্ব মঞ্চ যেখানে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাগুলোকে সাজিয়ে সত্যের দর্পণে দুঃখ ও দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষের কথা, বিপর্যস্ত মানবতা, উচ্চাভিলাষী মানুষের কথা, কৌশলী শিল্পীর মতো উপন্যাসে তুলে ধরবেন।

বিগত ১০ ডিসেম্বর ২০০৬ তিনি স্টকহলম্ এসে রাজকীয় নোবেল পুরস্কার বিতরণী উৎসবে, সুইডেনের রাজার হাত থেকে গ্রহণ করেন নোবেল সাহিত্য পুরস্কারটি। সঙ্গে এসেছিলেন তাঁর পনের বছরের কন্যা। নোবেল পুরস্কারের ঐতিহ্য অনুযায়ী নোবেল বিজয়ী প্রার্থীদের পুরস্কার গ্রহণের পূর্বে একদিন একটি বক্তৃতা দিতে হয়। বক্তৃতাটি চারটি ভাষায় অনুবাদ করা হয়ে থাকে। তাকে বলে সেই বছরের নোবেল বক্তৃতা। অধিকাংশ বক্তাই তাঁর নিজের মাতৃভাষায়, অর্থাৎ যে ভাষায় তিনি সাহিত্য রচনা করেন, সেই ভাষায় বক্তৃতাটি দিয়ে থাকেন। পামুক লেখেন তুর্কি ভাষায়। তাই তিনি তাঁর বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন ৭ ডিসেম্বর ২০০৬ তাঁর মাতৃভাষা তুর্কিতে। দীর্ঘ বক্তৃতাটির ইংরেজি অনুবাদ থেকে একটি স্তবক বাংলায় এই নিবন্ধের জন্য অনুবাদ করেছেন মৃণালকুমার বসুঃ

''এখন যে বিষয়টি সাহিত্যের সবচেয়ে বেশি করে বলা ও অনুসন্ধান করা দরকার তা হল মানুষের অন্তর্গত ভয়ঃ ভয়, সমষ্টি থেকে বাইরে ছিটকে পড়ার, ভয় — উপেক্ষার, সামগ্রিক অপমানের, রাষ্ট্রের...। যখনই আমি এরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হই, আমি বুঝতে পারি আমার ভেতরে অন্ধকার কেউ ছুঁয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমী দুনিয়ার বাইরে, আমরা অনেক জাতি, সমাজ ও দেশকে প্রত্যক্ষ করেছি, যারা স্রেফ ভয়ে—তাদের সংবেদনশীলতার অপমানের ভয়ে— অনেক নির্বুদ্ধিতার কাজ করে। আমি এও বিলক্ষণ জানি, পশ্চিমী দুনিয়ার অনেক জাতি ও দেশ নিজেদের সম্পদ বিষয় খুবই গর্বিত। রেনেসাঁ, Enlightenment এবং আধুনিকতা সম্পর্কে তাঁদের আত্মশ্লাঘা রয়েছে। এসবও এক ধরনের নির্বুদ্ধিতা।"